Kumar—Parivrajak Series No. 4.

শান্তি-পথ।

(বিনামূল্যে বিতরণার্থ)

প্রকাশক—শ্রীসেবানন্দ স্বামী
কাশী-যোগাশ্রম।

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, কাশী-যোগাশ্রম।

কলিকাতা।
২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭

অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাইলেই পুস্তক প্রেরিত হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের
প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক, ভারতের সুবিখ্যাত
ধর্ম্মবক্তা এবং বহুশত সনাতন ধর্ম্মসভা
সুনীতিসঞ্চারিণী সভাদির প্রতিষ্ঠাতা ও
গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যাতা চিরকুমার
পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয়ের

প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র নামে

এই

ক্ষুদ্র উপহার

ঐকান্তিক ভক্তির সহিত

উৎসৃষ্ট হইল।

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা, বাঙ্গালা প্রতিশব্দসহ অন্বয়, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিকৃত সুবিস্তৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্নী বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখা, সুবৃহৎ শব্দসূচী, প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বিভাগ সূচী ও সমস্ত শ্লোকের সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণের গীতা বাঙ্গালা ভাষায় আর একখানিও নাই। মূল্য ডাকব্যয়সহ কাপড়ে বাঁধা ৪।০ মোটা কাপজে বাঁধা—৪৲।

বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি—পরিব্রাজকের অমৃতময়ী ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায়, স্বদেশভক্তি ও স্বধর্ম্ম-শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ মালায় পূর্ণ। পাঠে দুর্ব্বলের মনও সবল হয়, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এফ, এ ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা লাভের বিশেষ উপযোগী সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষার আদর্শ-স্বরূপ উপরোক্ত পুস্তক দ্বয় একত্রে—১।৶০

ভক্তি ও ভক্ত—(নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যাসহ সাধু ও ভক্তগণের চরিতমালায় পূর্ণ। (যন্ত্রস্থ)—॥০

পরিব্রাজকের সঙ্গীত—জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় (যন্ত্রস্থ)—।০

প্রবোধ কৌমুদী—পাঠে মোহ-নিদ্রা হইতে মন প্রবুদ্ধ হয়—৵০

নীতিরত্নমালা—ধর্ম্মনীতি ও সমাজসম্বন্ধীয় অমূল্য উপদেশ পূর্ণ—৵০

(এই দুইখানি পুস্তকই ছাত্রদিগের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপযোগী)

শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যার সহিত পরিব্রাজককৃত সাধন-রহস্যপূর্ণ মধুর হিন্দী কবিতামালা—

যোগ ও যোগী—সংক্ষেপে ও সরলভাবে যোগসাধন-প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে—৵০

পঞ্চামৃত—পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের অবিরোধ প্রমাণ, পঞ্চ মকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা—৵০।

রামগীতা—মূল শ্লোক, ও পরিব্রাজক স্বামীজীকৃত বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ—৵০।

ষট্‌চক্র—বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ ষট্‌চক্রের বিশদ ব্যাখ্যা—॥০

মণিরত্ন মালা, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, বিজ্ঞাপনী, আগমনী, হরের্নামৈব কেবলম্ (পাঁচখানি পুস্তক একত্রে—৵০)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—(অপূর্ব্ব দেব লীলার ইতিহাস—/১০

স্তবমালা (সর্ব্ব দেবদেবীর স্তোত্রাদিতে পূর্ণ—।০)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—(বড় বড় অক্ষরে মূল)—।১০

পকেট গীতা (বড় বড় অক্ষরে মূল)—৵০

রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত—অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ সদ্ভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাখ্যান "আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রদিগের পাঠার্থ অতীব উপযোগী। মূল্য—।০

দিনচর্য্যা—হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিত্যকর্ম্ম, সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে (পুস্তকখানি) বিশেষ উপযোগী। মূল্য—।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর সুন্দর হাফটোন চিত্র ও বৃহৎ লিথো (প্রত্যেক খানি)—১০।

শান্তি-পথ।

(১)

আত্ম-বিশুদ্ধির চেষ্টা।

(প্রেমিক ভক্তের পুরুষকার)

জ্ঞানী স্বীয় ইষ্ট পদার্থকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন ; যোগী তাঁহাকে কূটস্থ, নির্ব্বিকার, কৈবল্যস্বরূপ, পরমাত্মা ও নেতি নেতি ভাবে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হ'ন। কিন্তু প্রেমিক ভক্ত তাঁহাকে শুধু অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া সুখী হইতে পারেন না। যদি কেহ তাঁহাকে বলে যে, ভগবান পূর্ণকাম, সুতরাং তিনি আত্মস্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত, তিনি কিছুই করিতেছেন না, কেবল সাক্ষীস্বরূপে সমুদয় দেখিতেছেন, তাহা হইলে ভক্ত যেন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ভক্ত তাঁহাকে করুণাময় রূপে অবলোকন করিয়া প্রাণে প্রাণে আনন্দানুভব করেন—প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে তাঁহার করুণার অজস্র ধারা অনুভব করিয়া সুখী হ'ন। তাই ভক্তের ভগবান শুধু জ্ঞানময় নন—তিনি করুণারও আধার।

করুণাময় ভগবান পূর্ণ জ্ঞানময়—আমাদের মত তাঁহার জ্ঞান পরিমিত নহে। সুতরাং তিনি সবই জানিতে পারিতেছেন ;

আমাদের সুখ ও দুঃখ তাঁহার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু কেবল জানিলেই তো তাঁহাকে করুণ-হৃদয় বলা যায় না; কারণ যাঁহার চিত্ত করুণায় আপ্লুত, তিনি অন্যের দুঃখ জানিতে পারিলেই তাহা দূর করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন। করুণাময় ভগবানও জীবের দুঃখমোচনের ইচ্ছা করেন। তিনি স্বয়ং পূর্ণকাম, পরিতৃপ্ত, নির্ব্বিকার ও শাশ্বতী শান্তিতে অবস্থিত হইলেও, এই ইচ্ছা করেন যে, জীবগণ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই মত হউক—তাহারা সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতিতে, পরমা শান্তিতে ও ভগবৎসত্তায় স্থিত হউক—তাহাদের মলিনতাময় সংস্কাররাশি ও বৃত্তিসমূহ দূরীভূত হউক—তাহারা আত্মভাবে, ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চিরশান্তি ভোগ করুক। কিন্তু যেখানে পরিবর্ত্তনেচ্ছা সেখানেই অভাব; যেখানে কোন একটা ইচ্ছার পূরণ না হয়, সেখানে একটা অভাব রহিয়াছে বলিতে হইবে। ভগবান যখন জীবের এই অশুভ ও দুঃখময় অবস্থার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন যতদিন পর্য্যন্ত না সেই ইচ্ছার সফলতা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যেন করুণাময়ের একটী অভাব রহিয়াছে।

প্রেমিক ভক্ত এখন কি করিবেন? প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রেমিক নিজের সুখদুঃখের দিকে, নিজের স্বার্থের দিকে কখনও দৃক্‌পাত করেন না। প্রেমিকের সর্ব্বদা এই চিন্তা এবং এই চেষ্টা "কিরূপে প্রিয়তমের প্রীতি হয়, কিসে তাঁহার সুখ হয়, তাহার প্রিয়তমের ইচ্ছা পূর্ণ ও সফল করিবার জন্য কিরূপে

আপনাকে নিমিত্তস্বরূপ করা যায়।” প্রিয়তমের কার্য্য করিতে তিনি প্রাণপণ করেন, প্রিয়তম সামান্য কোনও অভাব বা দুঃখ বোধ করিলে প্রেমিকের প্রাণ ফেটে যায়। যে ভক্ত ভগবানকে প্রকৃত ভালবাসেন, ভগবানের কার্য্য করিবার জন্য, ভগবানের প্রীতির জন্য, ভগবানের ইচ্ছার পরিতৃপ্তিসাধন জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। জীব যদি তাঁহার অভিমুখে তাহার ভাব পাইবার জন্য অগ্রসর হয়, তবেই যেন ভগবানের ইচ্ছা সফল হয়। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন (কার্য্য) না থাকিলেও, জীবের প্রতি অনুগ্রহ করাই তাঁহার প্রয়োজন (কার্য্য)। নিষ্কামস্বরূপ তাঁহার নিজের জন্য কোন কামনা না থাকিলেও, সংসারী পুরুষগণ তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ, বিমুক্ত, তৃপ্ত ও কৃতার্থ হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

তিনি অজ্ঞান, সংশয়, অভাব, ক্লেশ, কর্ম্ম আদি শূন্য হইলেও করুণাময়। তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ, অথচ করুণাময়। তাঁর আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, জীবের প্রতি করুণারূপ প্রয়োজন আছে; নানা উপায়ে বুদ্ধিযোগপ্রদান ও সন্মার্গ প্রদর্শনই তাঁহার করুণা। প্রেমিক ভক্ত, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুকে—“জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা দুঃখনিমজ্জিত সংসারী পুরুষকে (জীবকে) তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন।” (যোগভাষ্য-১-২৪।২৫); সুতরাং ভক্ত ভগবানকে প্রীত করিবার জন্য নিজের জীবনকে পবিত্র করিবেন, এবং সেই প্রিয় দেবতার উপদেশ-বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন; সেই

ব্রাহ্মীস্থিতি পাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তদর্থে প্রাণপণে প্রযত্ন করিবেন। এ সমস্তই করিবেন প্রিয়তমের জন্য—তাঁর কার্য্য মনে করিয়া। তাঁকে প্রীত করিতে হইলে, তাঁর ভাব প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং অপর সকলে যাহাতে তাঁর দিকে যায়, সেই কামনা ও চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি পরম প্রিয়-তমের এই ইচ্ছার সফলতার চেষ্টা না করিয়া, পাপ পথে অগ্রসর হইয়া আপনাকে মলিন করেন, কৈবল্য মার্গ হইতে বিচ্যুত হন ও ভগবৎসত্তা হইতে নিজকে দূরে লইয়া যান, তিনি কি প্রিয়তমের ইচ্ছা ও কার্য্যে আঘাত প্রদান করেন না?

এ স্থানে একটী কথা মনে লইতে পারে যে, ভগবান তো শুধু করুণাময় নন—তিনি তো সমস্ত শক্তির আধার; তিনি কেন স্বীয় শক্তিতে জীবের অভাব মোচন করেন না—তিনি কেন নিজ মহিমায় তাহাদের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া তাহাদিগকে শাশ্বতী শান্তি প্রদান করেন না? প্রকৃত প্রেমিক যিনি তিনি একথা মনে আনিতেই পারেন না—এ প্রশ্নের চিন্তাই করেন না; কারণ তিনি তাঁহার প্রিয়তমের নিকট হইতে তো কিছু চা'ন না—প্রিয়তম যাহাতে সুখী থাকেন, তিনি যে তাহাতেই সুখী হ'ন। তিনি তাঁর প্রাণের দেবতার জন্য সমস্তই করিতে প্রস্তুত; কিন্তু সে দেবতা যে তাহার জন্য কিছু করেন, তাহা তো তিনি চান না। তিনি বরং প্রিয়তমের কোন ইচ্ছার পূরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তৃপ্ত, কৃতার্থ ও সুখী হন। ভগবান নিজ শক্তিতে মুক্তি না দিলেই তিনি কৃতার্থ ও তৃপ্ত হইবার অবসর পান—তিনি

স্বাধীন, (স্ব-অধীন) বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইবার, ভক্তি ও প্রীতির পূর্ণকলা বিকাশ করিবার অবসর, পাইয়া সুখী হন।

ভগবান্ যদি নিজ শক্তি ভক্তের মধ্যে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করেন, তবে প্রেমের স্বরূপ ভঙ্গ হইয়া যায়; তখন প্রকৃত প্রেমের উদ্ভব হয় না—নিজ শক্তিদ্বারা নিজকে আকর্ষণ করা হয় মাত্র। তিনি যদি আমাদের মত অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম দিয়া তাহার দ্বারা আপনাকে ভালবাসান, তবে আমাদের স্বার্থকতা হইল কৈ? আমরা তো তবে প্রেমিক হইতে পারিলাম না। এখানে তো ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নিজকে ভাল বাসিতেছেন! তুমি নিজ প্রেমে, নিজের টানে, নিজের যত্নে ভাল বাসিতেছ কৈ? তোমার কৃতার্থতা কোথায়? তুমি অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান; তোমার ভিতরে অনাদি কাল হইতে যে বিমল প্রেমের (পরাভক্তির) বীজ রহিয়াছে সেই স্ব-প্রেমের বিকাশ করিলে কৈ? তোমার মধ্যে অনাদিকাল হইতে যে স্বাধীনতার, আত্ম-নির্ভরতার, পরমাশান্তির ও কৈবল্যের ভাব রহিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা করিলে কৈ?

স্বার্থশূন্য প্রেমময় ভগবান চাহেন যে, তুমি তাঁর মত হও, তাঁর স্বরূপ লাভ কর, তাঁর মত স্বাধীন, সুখী, বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হও। যেখানে অন্যের সাহায্যগ্রহণ, সেখানে স্বাধীনতা বা সুখ কোথায়? ভগবান চাহেন যে তুমি তাঁর মত স্বাধীন হও। অতএব তোমার মধ্যে যে মুক্তির (স্বাধীনতার) বীজ আছে, তাহার বিকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে স্বেচ্ছা বা

স্বাধীনতা নাই, সেখানে প্রকৃত প্রেম কোথায়? জোর করিয়া ভালবাসান তো কখন প্রেম নহে! প্রেম স্বাধীনতাস্বরূপ। সর্ব্ব প্রকার বন্ধন ছেদন করার নামই স্বাধীনতা বা মুক্তি। পুরুষার্থ-শূন্যতা, আলস্য, কামনা, নিরুৎসাহ, ভয়, উদ্যমহীনতা ইত্যাদি শৃঙ্খল ছেদন করার নামই মুক্তি। যিনি কামনা, ঔদাসীন্য, দৌর্ব্বল্য, অধীনতা আদি শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মুক্ত বা স্বাধীন হন, তাঁহারই চিত্তে প্রকৃত সুখ বা শান্তির উদয় হয়, এবং সেই প্রশান্ত চিত্তেই প্রকৃত প্রেমের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। শান্তি-স্বরূপ ভগবান যখন সূর্য্যের মত প্রেমরশ্মিতে আকর্ষণ করিতে থাকেন তখন প্রেমিকহৃদয় স্বীয় শক্তিতে সংসারের নানা প্রকার সংস্কার, সুখদুঃখরূপ কর্দ্দম ও জলরাশি ভেদ করিয়া উঠিয়া তাঁহার নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়। এইরূপ হইলেই ভক্ত কৃতার্থ হ'ন; এবং ইহারই নাম ভক্তের আত্মসমর্পণ ও নিষ্কাম কর্ম্ম।

প্রজ্ঞাবান, বীর্য্য ও সম্বেগ-সম্পন্ন ভক্ত এবং প্রজ্ঞাহীন, শিথিলবীর্য্য ও উদ্যোগশূন্য পুরুষ—উভয়েই "ঈশ্বর যাহাকে যে ভাবে চালাইতেছেন, সে সেইভাবে চলিতেছে" এইরূপ বলিলেও, প্রজ্ঞাহীন শিথিলবীর্য্য পুরুষ অসম্যগ্-দর্শন ও হীনধর্ম্মের সেবন এবং প্রাজ্ঞ ধীর ব্যক্তির অসেবন বশতঃ সম্যক্ বিচার ও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। স্বকীয় তমঃগুণের প্রাবল্যে বিমূঢ় হইয়া নিজের মধ্যে বীর্য্য, প্রযত্ন আদির বীজ যে রহিয়াছে, ও অভ্যাস দ্বারা যে সেগুলি বিকসিত ও বর্দ্ধিত করা যায় এবং

করা যে কর্ত্তব্য—তাহা সে বুঝিতে পারে না। সে বিমূঢ় ভাবে "ভগবানই সব করাইতেছেন, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে তখন বিশুদ্ধি লাভার্থ আমার ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তি ও প্রযত্ন আসিবে।" এইরূপ বিচারপূর্ব্বক বিশুদ্ধি-মার্গ-গমনে নিশ্চেষ্ট বা শিথিল প্রযত্ন হয় এবং শব্দরূপাদি বিষয়সেবনে সময়ক্ষেপ করেন। মুখে (বাক্যে ও মানসিক কল্পনায) ঈশ্বরে নির্ভর করিলেও সে কার্য্যে বিষয দেবতারই সেবা করে; প্রকৃত ভাবে সে বিষয়েরই উপর নির্ভর করে। ইহাকেই আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা ও প্রমাদরূপ বিঘ্ন বলে। কেহ কেহ বা স্বল্প ধর্ম্ম সাধন করিয়া তুষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্ম মার্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, ধর্ম্ম সাধনের কোন কোন অঙ্গ সাধন করিয়া, আর কিছু বুঝিবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তুষ্টিরূপ বিঘ্নে, অলব্ধ ভূমিকত্ব রূপ বিঘ্নে আবদ্ধ হন। পরাভক্তি বা পরমাশান্তি, সম্যক্ বিশুদ্ধি বা ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ চরম-ভূমি লাভ (সাক্ষাৎ) না করা পর্য্যন্ত যে তীব্র প্রযত্ন করা প্রয়োজন, তাহা অবধারণ না করিয়া মধ্য পথে তুষ্ট হইয়া 'ঈশ্বরই করিবেন'. 'যাহা হইবার তাহা আপনিই হইবে—সময়ক্রমে হইবে' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত করিয়া শিথিলবীর্য্য হন ও শব্দরূপাদি বিষয়রাজ্যে মনকে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাগদ্বেষ-অস্মিতাদির সংস্কার—সংসার বা দেহ-ধারণরূপ প্রবাহের হেতু—ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। কিন্তু বীর্য্য ও প্রজ্ঞাশীল ভক্তের বিচার ও নির্ভরতা স্বতন্ত্র। তিনিও বলিয়া থাকেন "বিধাতা আমাদিগকে যে ভাবে চালাইতেছেন আমরা সেই ভাবে চলিতেছি"; কিন্তু সম্যগ

দর্শন ও সত্যের উপাসনা হেতু,—সম্যক্ ধর্ম্ম ও সুপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভজনা বশতঃ, তিনি নির্ম্মল ধর্ম্মনেত্র বা প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করেন বলিয়া সম্যগ্‌ভাবে বিচার ও দর্শন করিতে সমর্থ হন।

সেই নির্ম্মল দৃষ্টি ও বিচার প্রভাবে তিনি নিজের মধ্যে যে বীর্য্য সম্বেগাদির বীজ এবং তীব্র প্রযত্নের আবশ্যকাদি দেখিতে পান। তিনি ভাবেন—"আমি বিধাতার যন্ত্রমাত্র এবং তিনিই যন্ত্রী ও চালক, কিন্তু এই যন্ত্রের মধ্যে যে বীর্য্য সম্বেগাদি রহিয়াছে, সেই বীর্য্য সম্বেগাদির চালনাই এই যন্ত্রের কার্য্য। অতএব আমাকে প্রযত্নসহ ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার (বিধাতার) আদেশ, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। যন্ত্রস্বরূপ আমাকে বিধাতার (আমার প্রিয় দেবতার) সেই ইচ্ছা, সেই কার্য্য (বিশুদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন) সাধন করিতে হইবে। আমি আমাকে আমার প্রিয় ইষ্ট পদার্থের মত, বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত করি ইহাই প্রভুর ইচ্ছা, ইহাই বিধাতার আদেশ।" এই ভাবে তিনি নিজেকে যন্ত্র ও নিমিত্তমাত্র মনে করিয়া, বিধাতার উপর এইভাবে নির্ভর করিয়া—তাঁহার আদেশ, তাঁহার ইচ্ছা (জীব সম্যক্ বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত হইয়া চিরসুখী হউক) প্রযত্নসহ পালন করিতে থাকেন। তিনি কামনাবিহীন হইয়া, সুখ ও দুঃখের আশা বর্জ্জন করিয়া, বিধাতার নিয়ম বা প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া জীবন-তরণী চালাইতে থাকেন।

যে ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মফলজনিত দুর্ব্বুদ্ধিদোষে, 'সমস্তই ভগবান করিয়া লইবেন' বলিয়া আত্ম-প্রতারণা করিয়া আলস্যে

সময় কাটায়, সে কখনও প্রেমিক-পদবাচ্য হইতে পারে না। যিনি প্রেমিক তিনি অনাসক্ত, অথচ বীর্য্যবান ও দক্ষ; কিন্তু যিনি বলেন, "ভগবান সব করাইতেছেন, অতএব তাঁর যখন ইচ্ছা হইবে তখন আমি ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইব," তিনি আত্ম-বঞ্চনায় ও মোহের ছলনায় অন্ধনেত্র হইয়াছেন। ভগবান সব করাইতেছেন একথা বিবেক-বৈরাগ্যবান ও সমাহিত-চিত্ত ভক্তের মুখে শোভা পাইলেও, আলস্যপ্রিয়, আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত, বিষয়াসক্ত লোকের মুখে শোভা পায় না। যিনি কোন বিচারকালে, মত প্রকাশের ও আলোচনার সময়, এবং শাস্ত্র পড়ার অভ্যাসে, মুখে "ঈশ্বর সব করাইতেছেন" বলেন, এবং অন্য সময়ে কার্য্যে ও চিন্তায় বিষয়সুখে আসক্ত থাকেন, তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত থাকেন, তিনি কেবল বাক্যদ্বারা, মতের দ্বারা, ঈশ্বর সব করাইতেছেন বলিয়া ভগবানের সম্মান রক্ষা করিলেও, কার্য্যকালে হৃদয়ে ও প্রাণে কামনা ও অবিদ্যারসেবা করিতেছেন।

প্রেমিক যিনি, তিনি কখনও মুখে ভগবানের এবং কার্য্যে কামনার দাস হ'ন না; তিনি কখনও ধর্ম্মসাধনে, ভগবানের প্রীতিসম্পাদনে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রেমিক দুর্ব্বল হইলেও, শারীরিক মানসিক বা অবস্থাগত কোন বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে পড়িলেও, তাঁহারই দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলপ্রার্থনা করেন; তখন ভগবান সেই বীর্য্যশীল, বিনয়ী ও পুরুষার্থপরায়ণ সাধকের হৃদয়ে সিংহের বল প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাকে দুর্ব্বল মনে করা সাধক ও ভক্তের

উচিত নহে। হে সাধক, তুমি সিংহের সন্তান, কেন আপনাকে মেষশাবক বলিয়া মনে কর? পূর্ব্বকর্ম্মফলবশতঃ যদি তোমার প্রতিকূল অবস্থা আসিযা থাকে, তাহা হইলেও তুমি নিরুৎসাহ হইয়া বিপথে যাইও না—প্রমাদ ও আলস্যরূপ ভীষণ মৃত্যুর পথে অবশভাবে অগ্রসর হইও না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর, সৎসঙ্গে ধ্যানাদি শুভকর্ম্মে সময়ের সদ্ব্যয় কর, এবং তাঁহারই তত্ত্বপূর্ণ মোক্ষশাস্ত্রপাঠে নিরত থাক, দেখিবে, ধীরে ধীরে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়া যাইবে, সমস্ত বিঘ্ন-রাশি বিদূরিত হইবে, আবার অনুকূল অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। বিশ্বাস হারাইও না; বিশ্বাস রাখ—তিনি অবশ্যই তোমাকে অন্ধকারময় পথে আলোক দেখাইয়া, বিঘ্নপূর্ণ পথে হাত ধরিয়া, অজ্ঞাত স্থানে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার ধ্রুব করুণা। ইহাতে অবিশ্বাস করিয়া, বিঘ্নে নিরুৎসাহ হইয়া, বিষয়ের সেবায় রত হইও না, মৃত্যুর অভিমুখে গমন করিও না তুমি তাঁর দাস. তুমি দাসের কর্ত্তব্য, তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও। প্রতিকূল অবস্থায় ভীত না হইয়া, নিরুদ্যম ও বিষণ্ণহৃদয় না হইয়া, দৃঢ়তার সহিত তাঁর ইচ্ছাপূরণে, তাঁর প্রীতিসাধনে প্রযত্ন কর, অবিরাম সেই চেষ্টার জন্য প্রাণপণ কর। প্রভুর কর্ত্তব্য প্রভু করিবেন, সেদিকে, ফলাফলের দিকে, তুমি দৃকপাত করিও না। যে ভৃত্য অসরল, অলস, দুর্ব্বল, ভীত, নিরুদ্যম ও বিষণ্ণহৃদয়, সে তো প্রভুর উপযুক্ত সেবক নয় প্রভুর ভৃত্য যে অবিচলিত-

হৃদয়। তুমি ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর; ভয়, বিষাদ ও আলস্য দূর করিয়া দাও, ঈর্ষা ও মলিনতা, মান ও অপমান বিসর্জ্জন করিয়া ফেল; তবেই প্রভুর করুণাময় হস্ত দেখিতে পাইবে তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশদ্বারা অন্ধকারময় এই সংসারে সুপথ দেখাইয়া দিবেন; করুণাময় দেব তোমাকে আপনার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন। তিনি তোমাকে তাঁর নিজের ক্ষত স্বাধীন, বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইবার পন্থা দেখাইয়া দিবেন। তুমি আত্মরতি—আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া, আত্মভাবে বিভোর হইয়া, নিত্যানন্দময় গম্ভীর ও প্রসন্নভাবে বিরাজ করিবে; তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ, শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে।

(২)

জীবনের কর্ত্তব্য

(নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—নির্ভরতা)

'মহাসত্য' আপনার তেজঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক অভিভূত করিয়া ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পাদক্ষেপে সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে। 'মৃত্যুই' সেই মহাসত্য, এই অনন্ত বিশাল বিশ্বের চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও ক্রন্দন রোল নিরন্তর গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। সর্ব্বত্রই বিচ্ছেদ, বেদনা ও শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। সুখ সম্ভোগ, আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী আলোকগুলি কিছুক্ষণের জন্য দীপ্ত থাকিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে; শোক,

বিষাদ, দুঃখ ও বেদনার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইতেছে। ধনী দরিদ্র সকলকেই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ (নিয়ম) সকলকেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বে পালন করিতে হইবে। ধনৈশ্বর্য্য, আত্মীয় স্বজন কেহই মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারিবে না। প্রতাপশীল মৃত্যুর গম্ভীর গ্রাসে সকলকেই প্রবেশ করিতে হইবে। জীবন দ্রুতবেগে মৃত্যুর অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। শীঘ্রই আমাদিগকে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ রাজ্যে যাইতে হইবে। ইতাবসরে আমাদের কর্ত্তব্যসমূহ পালনে যেন ত্রুটী না হয়। ভবিষ্যতে মর্ম্মভেদী অনুতাপ যেন না আসে, তজ্জন্য এখন হইতেই সাবধান হইবে। আলস্য ও ব্যগ্রতা উভয়কেই বিসর্জ্জন দিয়া, মহাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ধীরভাবে ও দৃঢ়তার সহিত নিজের চিত্তের প্রতি অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। মায়াময়, মোহপ্রদ সংসারের সংস্কাররাশি যাহাতে চিত্তে বসিয়া না যায়, তজ্জন্য সাবধানে চিত্তকে রক্ষা কবিতে হইবে। সদা সচেতন থাকিয়া নিজের চিত্তকে স্থির ও প্রশান্ত রাখাই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কর্ত্তব্য। চিত্তের মধ্যে কোনও কামনা আসিতে না দেওয়া, এবং আসিলে উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করাই প্রকৃত সাধন। উহাই ভগবানের পূজা। চিত্ত স্থিরতাই তাঁর আসন—তাঁর রাজ সিংহাসন। চিত্তের নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা ও একাগ্রতাই তাঁহার আবাহন; চিত্তের শান্তভাব, সন্তোষ ও কামনাশূন্যতাই স্বর্গীয় প্রেম প্রবাহ। সংসারের কলুষময় সুখদুঃখ প্রবাহই চিত্তের সেই বিমল ভাবকে মলিন করিয়া দেয়;

অতএব সুখদুঃখকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত নহে। জগতে আমরা সুখে মত্ত হইয়া বা দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে আসি নাই। সুখ দুঃখের তরঙ্গ-বেগ সহ্য করিতে করিতে এই সংসার সমুদ্র মধ্যে আমাদের জীবন-পোতকে পর পারের দিকে সাবধানে চালাইতে হইবে। পরপারে পৌঁছিলেই সকল দুঃখের, সকল বেদনার শেষ হইবে। সেখানেই অভাব, অতৃপ্তি ও কর্ম্মরাশির উপশম ; শাশ্বতী শান্তি তথায় চির বিরাজিত।

ভবিষ্যতের কৃত্রিম কল্পনাময় সুখের চিত্রে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া ও অতীত বিষয়ের জন্য বৃথা অনুশোচনা না করিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য পালনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সম্মুখে উপস্থিত কর্ত্তব্য সকল নিষ্কাম ভাবে (কামনা ও শোকশূন্য হৃদয়ে) অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, ফল বা অফল অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সম্মুখে উপস্থিত ও তোমার সাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল পালন করিয়া সম্যক্ নিষ্কামতা ও কর্ম্মশূন্যতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। চিত্তকে শান্ত ও স্মৃতিযুক্ত রাখিয়া উদাসীনের ন্যায়—উদ্যান রক্ষকের মত যত্ন ও আদরপূর্ব্বক অথচ নির্ম্মমতাসহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। বাগানের মালী জানে যে বাগানটী তাহার নয়, সেটী তার প্রভুর জিনিষ, ; সে প্রভুর দাস মাত্র। সে বাগানটীকে যেন তার কত প্রাণের আদরের জিনিষ ভাবিয়া যত্নের সহিত উহা রক্ষা করে ও উহাকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সে মনে মনে বেশ জানে যে বাগান তার নয় ; যে দিন প্রভু

চলিয়া যাইতে বলিবেন, সেই দিনই সে অম্লান বদনে বিদায় গ্রহণ করিবে। তজ্জন্য সে সদাই প্রস্তুত থাকে। সে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

আমরাও যেন এই সংসার-উদ্যানে মালী হইয়া আসিয়াছি। এই সংসারের সকল দ্রব্যকেই প্রভুর মনে করিতে হইবে। পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, বিশ্ব প্রজা, সমস্তই প্রভুর ইহা মনে করিতে হইবে। মালী যেমন স্বীয় প্রভুর আত্মীয় স্বজনের সহিত নানা সম্পর্ক পাতায়, আমিও সেইরূপ এই সংসার উদ্যানে আসিয়া প্রভুর বস্তুগুলির সহিত নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি মাত্র। আমাকে একমাত্র প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। যখনই প্রভু আমাকে আহ্বান করিবেন তখনই আমাকে যাইতে হইবে। এজন্য আমাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই, তখন ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। প্রভু যে জিনিষটী লইতে ইচ্ছা করিবেন তখনই প্রীতিসহ তাহা প্রদান করিতে হইবে। সে সময় আমার পুত্র, আমার অর্থ বলিয়া 'মমত্ব' করিলে চলিবে না। প্রভুর দ্রব্য আমার বলিয়া অধিকার করা বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র। এবং তাহার ফলও দুঃখপ্রদ এবং বন্ধন কর।

প্রভুর উদ্যানে অতি উত্তম উত্তম সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতে মালীর কোন অধিকার নাই, সে সেই ফলবান্ বৃক্ষগুলির সেবা করিবে বটে, কিন্তু ফল ভক্ষণে লোলুপ হওয়া তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য। তাহাকে সন্তোষ ও উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই

করিবেন। সেইরূপ এই সংসার-উদ্যানে কোন সুখকে 'আমার' বলিয়া গ্রহণ করা বা তাহাতে প্রমত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য। সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া থাকিতে হইবে। যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেই সুখ বিলীন হউক ;—এই ভাব অবলম্বনের নাম ব্রহ্মে ফল-সমর্পণ। কর্ম্মের ফলে (সুখে) মত্ত না হওয়াই ব্রহ্মে কর্ম্ম-সমর্পণ। আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি যে বস্তু হইতে তোমার সুখোৎপন্ন হয়, সেগুলিকে "নিজের' অর্থাৎ ভোগের জিনিষ মনে করিবে না। তুমি কেবল তাহাদের সেবা করিতে আসিয়াছ মাত্র। সমস্তই প্রভুর জিনিস, সুতরাং তাহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়া সুখ লাভ কর; কিন্তু তাহাদিগকে 'তোমার জিনিস' বলিয়া, বা সুখভোগের উপাদান ভাবিয়া উহাদিগের নিকট হইতে সুখের প্রত্যাশা করিও না।

উদ্যানে কাজ করিতে করিতে কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য কত আঘাত পায়, কিন্তু প্রভুভক্ত প্রেমিক ভৃত্য তজ্জন্য কখন প্রভুর প্রতি অপ্রসন্ন বা কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। সে স্থির চিত্তে ও প্রসন্ন মনে সমস্তই সহন করে। এই সংসারে কর্ত্তব্য পালনের সময়, জীবনে কত বাধা, কত বিঘ্ন ও কত ক্লেশ আমাদিগকে পীড়িত করিবে; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত প্রসন্ন মনে ও ধীরতার সহিত বীরের মত সমস্তই সহ্য করেন। অনিবার্য্য দুঃখে ও বেদনায় তিনি অধীর না হইয়া স্থির থাকেন

এইরূপে সাবধান ও প্রসন্ন থাকিয়া, আশা ও কামনা বিসর্জ্জন দিয়া মৃত্যুরূপ আদেশের অপেক্ষা করিতে করিতে প্রেমিক ভক্ত—

নিষ্কাম যোগী তাঁহার প্রভুর দিকে, তাঁহার জীবনের শেষ শান্তিময় ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া জীবনের কর্ত্তব্য করিতে করিতে প্রসন্ন মনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। নিবৃত্তি-মার্গগামী আশা-বিহীন মহাপুরুষ কি ভাবে জীবনযাপন করেন তৎসম্বন্ধে মহামুনি ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন :—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতিক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥ (মহাভারত)

মুক্তিমার্গগামী নিষ্কাম যোগী 'মৃত্যু আসুক' এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিম্বা 'আমি জীবিত থাকি' এরূপ ইচ্ছাও করেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করেন, তিনিও সেইভাবে কালের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বুদ্ধদেবের অগ্রশিষ্য বিমুক্তচিত্ত সারীপুত্র আশাত্যাগ জনিত শান্তি সুখে আপ্লুত ও তন্ময় হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি সম্পজানো পটিস্সতো॥

(মিলিন্দ প্রশ্ন ধৃত)

আমি মৃত্যুকে অভিনন্দন করি না, জীবন ধারণেরও আকাঙ্ক্ষা করিনা, আমি সম্প্রজ্ঞাত (সচেতন, সাবধান) ও স্মৃতিমান্ (একাগ্র চিত্ত, ভাবনাশীল) হইয়া কালের (মৃত্যুর) অপেক্ষা করিতেছি। সুখাশা বর্জ্জন করিয়া, দুঃখকে ধীরভাবে সহন করিয়া সেই পরম প্রিয়তমের সমীপে যাইবে হইবে। সেই প্রেমপূর্ণ শান্তির সাগরে

আপনাকে মিলাইতে হইবে, সেই শান্তিময়ী মার কোলে নিদ্রিত হইয়া শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিতে হইবে।

সংসারের সুখকে ভাল বাসিলে 'প্রভুকে' কখন ভালবাসা যায় না, কখনও সেই পরম প্রিয় দেবতার বিনীত সেবক হওয়া যায় না। প্রিয়তম স্বামীর সেবানন্দে বিভোর হইতে হইলে, তাঁহার প্রেমে আপনহারা হইতে হইলে সংসারের ভালবাসাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। যে এখানকার মলিন সুখে আসক্ত হয় সে কখন সেই আনন্দময় ধামের বিমল সুখে তৃপ্ত হইতে পারে না। সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপে মিলিত হইতে হইলে ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক সাংসারিক সুখকে সম্যগ্রূপে পরিত্যাগ করিতে হয়। দেখিও, যেন তোমার নিজের, স্বজনের কিংবা স্বসম্প্রদায়ের নাম ও যশঃপ্রচার বা সুখ ও মান তোমাকে প্রলুব্ধ বা পরাধীন করিতে না পারে। কোনরূপ স্বার্থ বা মোহ যেন তোমাকে অভিভব করিতে না পারে। মনে রাখিও, তোমাকে প্রভুর সমীপে যাইতে হইবে, তোমাকে প্রভুর উপযুক্ত হইতে হইবে, প্রভুর মত নিষ্কাম, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও স্বাধীন হইতে হইবে। তোমাকে প্রভুর ইচ্ছাসমূহ সফল করিতে হইবে। করুণাময় প্রভুর ইচ্ছা—তুমি বিশুদ্ধ, স্বাধীন, শান্ত ও কৃতকৃত্য হও। তাঁহার ভাবে ভাবিত হও; তদ্গুণে তন্ময় হও। প্রভু তোমার স্থির ও স্বচ্ছতাস্বরূপ, তৃপ্ত ও বিগতস্পৃহ, চিন্তা, কল্পনা ও কামনাবর্জ্জিত। তুমিও তদ্ভাবাপন্ন হও; তদ্গুণান্বিত হও। তুমি অহরহঃ নিরন্তর তাঁহাকে—তাঁহার ভাবকে স্মরণ কর। তোমাকে তাঁহার মত কর। স্থির গম্ভীর

হ্রদের ন্যায় তোমার চিত্তকে সদা শান্ত ও স্বচ্ছ রাখ। চিত্ত হইতে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আশাকে মুছিয়া ফেল। সুখ দুঃখের আঘাত যেন তোমার চিত্তকে চঞ্চল করিতে না পারে। যখন আমাদের চিত্ত এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই চিত্তে সেই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় প্রিয়তমের প্রকাশ হইবে। এইভাবে নিরন্তর অবস্থান করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদিগের আজীবন পালনীয়। অন্যান্য সাময়িক ও অবস্থাগত কর্ত্তব্যগুলি গৌণমাত্র।

গৌণ কর্ত্তব্যগুলিও স্বাভাবিক অথবা অর্জ্জিত। যেমন আমার দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতার সহিত পুত্ররূপ আমার সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এই হেতু পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য 'স্বাভাবিক'। স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধবাদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ হয় তাহা অর্জ্জিত। এই স্বাভাবিক বা অর্জ্জিত সম্বন্ধহেতু আমাদের কর্ত্তব্যও বহুবিধ। এই সকল কর্ত্তব্যগুলি আমাদিগকে নিষ্কামভাবে ও আমাদের সাধ্যানুযায়ী করিতে হইবে। ধর্ম্মের অধীন জীবের যাহা কর্ত্তব্য, পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, পিতার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। প্রতিবাসী আমি, প্রতিবাসীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে করিতে হইবে। বিশ্ববাসী আমাকে, বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে হইবে। শিষ্যকে শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুকে গুরুর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রমের ও সন্ন্যাসী সন্ন্যাসাশ্রমের বা সন্ন্যাস

ধর্ম্মের কর্ত্তব্যসমূহ যথাসাধ্য নিষ্কামভাবে, অকপটভাবে পালন করিবেন। যাহা আমার পক্ষে অনুচিত, তাহা অন্যের পক্ষে (ভিন্নরূপ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে) উপযুক্ত হইলেও আমার কর্ত্তব্য নয়। আরও, যে কর্ম্ম অন্যের সাধ্য কিন্তু আমার পক্ষে অসাধ্য, সে কর্ম্ম সুন্দর হইলেও আমার কাছে ব্যর্থ, কারণ সে কর্ম্ম আমি করিতে অসমর্থ। কিন্তু যদি অসাধ্য না হয় তবে আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম দুঃসাধ্য বা কষ্ট-সাধ্য হইলেও তাহা আমার করণীয়। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিয়া তাহার ফল সম্বন্ধে যদি বিফল মনোরথ হও অর্থাৎ যে ফল বা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল তাহা যদি সুসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তোমার কোন দোষ নাই। মনে কর, পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি তোমার পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলে, কিন্তু সে বিদ্বান্ হইতে পারিল না, ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, কিন্তু সেই অসি-দ্ধিতে তোমাকে প্রসন্ন বা নিষ্কাম ও অশোক থাকিতে হইবে; রোগীর সেবা করিলে, কিন্তু সে আরোগ্য লাভ করিল না, ইহাতে তোমার কোন হাত নাই। কর্ত্তব্য যাহা, তাহা করিবে কিন্তু সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে স্থির থাকিলেই তবে তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত না তুমি সকল সন্দেহ ও অজ্ঞতা দূর করিয়া পরম কল্যাণরূপ ধ্রুব লক্ষ্যকে সম্যগ্রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছ, যতদিন পর্য্যন্ত না তুমি ঐ কল্যাণকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য ও বিগতস্পৃহ হইতে পারিতেছ, যতদিন না

তুমি তোমার সমস্ত অভাববোধ মিটাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে উদ্দেশ্যের অধীন হইয়া, উদ্দেশ্য সাধনার্থ কর্ম্ম করিতেই হইবে। যতদিন না তুমি পূর্ণত্ব এবং নিত্য ও চরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছ—এই অপূর্ণ পরাধীন সংসারে থাকিয়া, অবস্থার দাস হইয়া ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ভোগস্পৃহা বা সুখের আশায় উত্তেজিত হইয়া কর্ম্ম করিলে, অথবা উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির জন্য হর্ষ-শোকে প্রমত্ত হইলে, সেই কর্ম্ম কর্ম্মজাল বর্দ্ধিত করে মাত্র; উহা সকাম ও বন্ধনকর উহা প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করে মাত্র। কিন্তু "উদ্দেশ্যটী" পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া ও সুখাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে স্থির থাকিয়া কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ হয়। উহাই নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিবৃত্তিমার্গের দ্বারস্বরূপ। যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজাল কমিতে থাকে, কর্ম্মের স্রোত রুদ্ধ হইতে থাকে, যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভোগেচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি হ্রাস হইতে থাকে, সেই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জীব কর্ম্মজালকে ছিন্ন করিয়া, অভাব ও অপূর্ণতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, আকাঙ্ক্ষা ও আরম্ভের অনল নির্ব্বাণ-পূর্ব্বক কৃতকৃত্য ও পরিতৃপ্ত হইয়া পরমা শান্তিতে—বা ব্রাহ্মী স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই ভগবান বলিয়াছেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" কর্ম্মেই (কর্ত্তব্যেই তোমার অধিকার (অর্থাৎ

কর্ত্তব্যই পালনীয়), ফলে (উদ্দেশ্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে) কোন অধিকার নাই (অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলের সিদ্ধিতে সুখানুভব এবং অসিদ্ধিতে শোক প্রকাশ করিবে না)। ফলতঃ যাহা আমার অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্য, যাহা আমার পক্ষে করণীয় ও উচিত, যাহা দুঃসাধ্য (কষ্টসাধ্য) হইলেও আমার পক্ষে অসাধ্য বা অনুচিত নয়, যাহা আমার অবস্থা বা প্রকৃতির অনুগত, তাহাই করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ কর্ম্মের ফলাফলে বা সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা বিধাতার—তাহা প্রকৃতি দেবীর আয়ত্তাধীন। যাহা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত, তাহার জন্য হর্ষ বা শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। এই জন্য সিদ্ধিতে শান্ত ও স্থির এবং অসিদ্ধিতে উদাসীন, অশোক বা প্রসন্ন থাকা উচিত। বিফলতাকে ধীরভাবে সহন করাই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম করিবার সময় যদি বাধা আসে তবে কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি ঐ বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু যদি তোমার অপূর্ণ ও অসম্যক্ সামর্থ্য হেতু উহাকে দূর করিতে না পার, তবে ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। চেষ্টা করিতেই তুমি সমর্থ বা অধিকারী। সুতরাং অনিবার্য্য বিঘ্ন আসিলে বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে স্থির থাকিয়া উহা সহ্য করাই কর্ত্তব্য। কারণ স্থিরভাবে সহ্যকরা তোমার আয়ত্তাধীন কিন্তু অনিবার্য্য বিঘ্ন বা অসিদ্ধি দূর করা তোমার সামর্থ্যের বহির্ভূত। যাহা অসাধ্য, তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই ভাবে কর্ম্ম করার নামই "স্বধর্ম্ম পালন"। যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থার কর্ত্তব্য পালনই

স্বধর্ম্ম পালন। এই স্বধর্ম্ম পালনেই উন্নতি, সিদ্ধি ও শান্তিলাভ হইয়া থাকে। এই স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম পালনই ভগবানের অর্চ্চনা। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ভগবান বলিয়াছেন—

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

মানব স্বকর্ম্ম পালনদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে (গীতা ১৮।৪৬)। নিষ্কাম কর্ম্মই প্রকৃত নির্ভরতা; সুখাশাশূন্যতা ইহার প্রাণস্বরূপ। এইরূপে অদৃষ্টবশে তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থার কর্ত্তব্য (স্বধর্ম্ম) পালন করিলে তুমি আরও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং সেই উচ্চতর অবস্থারও কর্ত্তব্য পালন করিলে তুমি তদপেক্ষা আরও অধিকতর শান্তিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিবে। ক্রমশই তোমার কর্ত্তব্যজাল কমিতে থাকিবে এবং শান্তিপ্রদ কর্ম্মবহুলতাশূন্য অবস্থা তোমার চতুঃপার্শ্বে ক্রমশঃ আবির্ভূত হইতে থাকিবে।

যে কর্ম্মই কর না কেন, তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ভুলিও না। চিত্তকে উদাসীন (কামনাশূন্য) রাখিতে যেন শিথিলতা না আসে; সাবধান ও স্মৃতিমান্ থাকিতে যেন ত্রুটি না হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; প্রভুতে তন্ময়তা ও তজ্জন্য স্মৃতিমান্ হওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যে কার্য্য করিলে তোমার তন্ময়তা, নির্ভরতা, নিরাকাঙ্ক্ষতা নষ্ট হইবে বা হ্রাস হইতে থাকিবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবে। যে কার্য্যে তোমাকে নিষ্কামতার অভিমুখে, শান্তি ও সংযমের অভিমুখে অগ্রসর করিবে না, সে কার্য্যকে ব্যর্থ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। যে কার্য্যে তোমার

প্রসন্নতা, স্থিরতা, ভগবৎ-স্মৃতি বা ব্রহ্মভাব নষ্ট হইতে পারে, সে কার্য্যকে বন্ধন মনে করিবে। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে ভোগাশা ও আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়, যে কার্য্যের আচরণে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ভয় ও অনুতাপ উৎপন্ন হয়, সে কার্য্যকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন দিবে। ঐ সকল কার্য্যে কেবল জন্ম-প্রবাহ বা সংসার-স্রোত এবং মোহ ও কর্ম্মজাল বর্দ্ধিত হয় মাত্র। অতএব এই শুভপ্রদ নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত :—

(১) সৎকারসহ নিরন্তর ও আজীবন তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনে নিরত থাক।

(২) সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, সুখে মুগ্ধ ও আসক্ত না হইয়া, সদা সাবধান সচেতন ও স্মৃতিমান থাকিয়া ঐ কর্ত্তব্য পালন কর।

(৩) অদৃষ্টবশতঃ দুঃখ, ক্ষতি, বিঘ্ন, ব্যাধি, অপমান, মৃত্যু আসিবে বলিয়া ভীত বা উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ বা বিষণ্ণ হইবে না; বাধাবিঘ্ন প্রভৃতির প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু উহারা অনিবার্য্যরূপে আসিলে শোকাতুর বা ব্যাকুল না হইয়া সেই অনিবার্য্য বিপত্তিকে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সহন করিবে।

(৪) কখন শিথিল প্রযত্ন বা অসতর্ক (প্রমত্ত) হইবে না। সদা সংযত ও প্রসন্ন থাকিবে।

(৫) যে অবস্থার অধীন হইয়া আছ, তাহাকেই অনুকূল করিয়া যথাশক্তি উন্নতির দিকে যাইবার ও পরম লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা কর।

জগতের সকল বিষয়ই যেমন প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেইরূপ জীবের অবস্থা এবং কর্ত্তব্যও ধীরে ধীরে বা শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যখন যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সেই অবস্থার উপযুক্ত ও অনুকূল কর্ত্তব্য সাধন করিবে। সেই অবস্থায় প্রসন্ন থাকিয়া যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিবে, তাহা করিবার চেষ্টা করিবে। ঐ অবস্থা যদি তোমার লক্ষ্য সাধনে বাধা দেয়, তবে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া, সেই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী অনুকূল অবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, এবং উহাতে কৃতকার্য্য না হইলে পূর্ব্বাবস্থাতেই থাকিয়া যতদূর সম্ভব সেই সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তৎসঙ্গে ঐ অবস্থার কর্ত্তব্যগুলিও যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পালন করিবে। অবশ্য উহারা যেন তোমার লক্ষ্য সাধনে বাধা না দেয়। জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধিতে বাধা পড়িলে, হয় উহাদিগকে ত্যাগ করিবে, আর ত্যাগ করিতে না পারিলে সময় ও অবস্থা উপযোগী বলিয়া প্রসন্ন মনে অনাসক্ত ভাবে পালন করিবে, এবং অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষা করিবে।

নিজের চিত্তকে উদাসীন দ্রষ্টার ন্যায় রাখিয়া সুখের আশা ও দুঃখভয় বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, সাবধানে চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিয়া প্রিয়তম বিধাতার বিধানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিলে তুমি শীঘ্রই ভব পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দধামে পৌঁছিবে। সংসার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া পরপারে

যাইবার সময় সহস্র সহস্র সুন্দর ও সুখকর দৃশ্য তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, আবার কত শত ভীষণ ঝটিকা আসিয়া তোমাকে বিপন্ন করিবে ; কিন্তু সে সকল সমুদ্রের স্বভাব এবং প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া তাহাতে মোহিত বা ভীত না হইয়া সেই শান্তিপূর্ণ পরপারকে লক্ষ্যপূর্ব্বক জীবন-তরণী চালাইতে হইবে। সে পথে যাইবার সময় কত বাধা ও বিঘ্ন, কত বেদনা ও দুঃখ আসিয়া তোমাকে আঘাত করিবে, তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, তোমাকে গন্তব্য পথে যাইতে বাধা দিবে। তুমি সে সমস্ত বিঘ্নের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে বটে ; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যে দুঃখকে নিবারণ করিতে না পারিলে, সেই অনিবার্য্য বাধা ও দুঃখকে ধীরভাবে সহন করিবে। কারণ ধৈর্য্যধারণ ও সহন করা তোমার সাধ্যায়ত্ত। অতএব তাহা করাই তোমার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম। সেই ধৈর্য্য ও সহন-শক্তির প্রভাবে তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আবার অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইবে। আবার তোমার জীবন-তরণী নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকিবে। এই ভাবে দিবস যামিনী যাপন করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই প্রিয়তমের শান্তিময় রূপ—"কামনা বর্জ্জন ও আশা ত্যাগকে" হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহাকেই ধ্যান করিতে করিতে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই শুভধামে অগ্রসর হইতে হইবে। শয়নে, জাগরণে, ভ্রমণে, উপবেশনে সর্ব্বাবস্থাতেই আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জনরূপ নির্ভরতা অবলম্বন করাই,—ভগবানের এই স্বর্গীয় ও শান্তিপ্রদ রূপে তন্ময় থাকাই জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ

কর্ত্তব্য। সেই মহিমাময় ধ্রুবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষাপূর্ব্বক আশাশূন্য ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করাই ভগবানের প্রকৃত পূজা। এইভাবে আমাদিগকে জীবন-সঙ্গীত গাহিয়া যাইতে হইবে। এইভাবে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। সমগ্র বিশ্বে তাঁহার প্রেমপূর্ণ মুর্ত্তি দেখিয়া মৈত্রীভাবে প্রেমপুষ্প দিয়া সমগ্র বিশ্বের পূজা করিতে হইবে; আত্মভাবে, আত্মোপমায় সকলকে দর্শন করিয়া সর্ব্বভূতানুকম্পায় তোমার হৃদয়কে পূর্ণ করিতে হইবে। তবেই তুমি সর্ব্বব্যাপী মহাপ্রেমে আপনাকে ভুলিয়া চিরশান্তিসুখে স্থিত হইবে। তুমি সংশয়, ভয়, আশা ও আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত সম্যাগ্ যোগে আরূঢ় হইবে; নিস্তব্ধ ও অনন্ত আকাশসদৃশ শান্তিময় গম্ভীর ব্রহ্মসত্ত্বায় স্থিত হইবে।

(৩)

দুঃখ বা কর্ম্ম প্রবাহ।

(সুখ দুঃখ বা প্রিয়াপ্রিয় বোধ)

সকলেই চায় যেন দুঃখ না আসে, সকলেই সুখ চায়। দুঃখের প্রতি সকলেরই বিদ্বেষ; পাছে দুঃখ আসে সেইজন্য সকলেই ভীত ও উদ্বিগ্ন থাকে। যাহার দুঃখ বোধ নাই, তাহার কোন শোক, তাপ, উদ্বেগ বা ভয়ও নাই। যাহার সহিত দুঃখের সংযোগ আছে বা দুঃখ সংযোগের সম্ভাবনা আছে—তাহারই যত ক্লেশ, যন্ত্রণা, উদ্বেগ বা ভয়ের, শোকের বা তাপের সঞ্চার

হইয়া থাকে। দুঃখ কি?—যাহার দ্বারা জীব বাধা পায়, যাহাতে জীব সন্তপ্ত হয়, তাহাই দুঃখ; যাহা দ্বারা সুখ, শান্তি বা প্রিয় পদার্থ নষ্ট হয়, যাহা হইতে শরীর ও মনের অশান্তি আসে—অর্থাৎ যাহাই অপ্রিয় তাহাই দুঃখ। যাহা আমরা চাই না, বা যে বিষয় আমাদের অপ্রিয়, তাহার সহিত সংযোগ হইলেই আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপ্রিয় ভাবের সংযোগই দুঃখকর। আমার প্রিয় পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবাদির মৃত্যু হইলে বা তাহারা বিপদে ও ক্লেশে পড়িলে, আমার কোন উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা সফল না হইলে, আমার ধনৈশ্বর্য্য, যশঃ, মান, প্রতাপাদি নষ্ট হইয়া গেলে, অথবা আমার শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আমি দুঃখ পাই। এক কথায় অপ্রিয়সংযোগ মাত্রই কষ্টপ্রদ—প্রিয় পদার্থের বিয়োগ বা বিচ্ছেদ দুঃখপ্রদ। আত্মীয়, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বাক্‌পটুতা, কায়িক ও মানসিক শক্তি বা সিদ্ধি, কুল, যশ, মান, এবং বাধা-বিঘ্ন ও বেদনাশূন্যতা প্রভৃতিই সাধারণতঃ জীবের প্রিয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত; যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, যাহাতে আমরা সুখানুভব করি তাহাই আমাদের প্রিয় পদার্থ।

(সংস্কারভেদে প্রিয়-অপ্রিয় বা
সুখ দুঃখ বোধের ভেদ)

কোন এক বস্তু সকলের পক্ষে সমানরূপে প্রিয় অথবা অপ্রিয় হয় না। রামের পক্ষে যাহা প্রিয় শ্যামের পক্ষে তাহা অপ্রিয়। শ্যামের পক্ষে যাহা প্রিয়, রামের পক্ষে তাহা প্রিয় না হইতেও

পারে। বাঙ্গালীর পক্ষে যাহা প্রিয়, পাঞ্জাবী, ইংরাজ বা অন্য কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে হয় ত তাহা অপ্রিয়। সুতরাং এক দ্রব্য সকলের পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় না হইলেও যাহা যে ব্যক্তির পক্ষে প্রিয়, তাহাই তাহার নিকট সুখকর, এবং যাহা অপ্রিয় তাহাই তাহার নিকট দুঃখকর।

(প্রিয়তা-অপ্রিয়তার বা সুখ দুঃখ-
বোধের পরিবর্ত্তন)

একই বস্তু আবার সকল সময়ে প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না। আজ হয়তো মিষ্ট আমার প্রিয়; কিছুদিন পরে বা অবস্থা বিশেষে (যেমন সর্দ্দিতে) ঝাল আমার নিকট প্রিয় হইতে পারে, এবং তখন মিষ্ট অপ্রিয় হইয়া উঠে। তখন মিষ্টই দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়। যিনি আজ ধর্ম্মাচরণ ভালবাসেন, কল্য হয় তো তিনি অধর্ম্মাচরণে সুখবোধ করিবেন, এবং তদনুষ্ঠানেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে। এইরূপে অবস্থার বিভিন্নতায়, শরীরের ও চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন বস্তু সুখপ্রদ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

(দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির জন্যই
চেষ্টা বা কর্ম্মের স্থিতি)

সকলেই দুঃখের নিবৃত্তি বা সুখ চায়—সকলেই বিঘ্ন বাধা (অধীনতা) ও ক্লেশ দূর করিতে চায়—সকলেই শান্তি, স্বাধীনতা বা সুখ চায়। দুঃখ না থাকাই সুখ; সুখ থাকা ও দুঃখ না থাকা একই কথা। এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই জগতের প্রত্যেকেই চেষ্টিত অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কোন বিষয়ের অভাব-

বোধই দুঃখ। যেখানে কোন অভাব বোধ (বা দুঃখ) নাই, সেখানে কোন চেষ্টা বা কর্ম্মানুষ্ঠানও নাই। পরিতৃপ্তি যেখানে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, যেখানে কোন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা নাই, সেখানে কোন প্রকার প্রবৃত্তি, চেষ্টা বা কর্ম্ম থাকিতে পারে না। লোকে কর্ম্ম করে কেন ?—সুখ প্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। অভাববোধ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, এমন কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা না পাওয়াতে অতৃপ্তি বা ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে কোন না কোন অভাবমোচন বা দুঃখনিবৃত্তি বা সুখের জন্যই লোকে কর্ম্ম করিতেছে। লোকে যে সাধন ভজন বা যোগাভ্যাসাদি করিতেছে, পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহাও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে—"এরূপ নিষ্কাম ও প্রেমিক চিত্ত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা দুঃখ দূর করিবার কামনা রাখেন না। তাঁহারা ঈশ্বর বা দেবতাকে কেবল নিষ্কাম ভাবেই ভালবাসেন, কোন প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন না। বরং সেই ভক্ত বলিয়া থাকেন, হে ঈশ্বর, হে মম প্রভো, তুমি আমাকে দুঃখই দাও আর নরকেই রাখ, তোমাতে যেন আমার অবিচলিত ও স্বার্থশূন্য ভালবাসা থাকে। এতএব এই নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভালবাসায় দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা কোথায় ?" ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই ভালবাসাও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নিষ্কাম প্রেমিক ভক্ত অন্যের অপেক্ষা উচ্চ ও মহান্, এবং সংসারের সাধারণ লোক

যে সমস্ত দুঃখকে ভয় করে, তিনি তাহাতে উদ্বিগ্ন বা ভীত হন না। তাঁহার প্রেম ও নির্ভরতা (ত্যাগশীলতা) তাঁহাকে নির্ভীক ও উন্নত হৃদয় করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একই পদার্থ সকলের নিকট সমানরূপে দুঃখকর নহে। সাংসারিক সাধারণ দুঃখে তিনি ভীত হন না বটে, ঈশ্বরের নিকট—দেবতার নিকট তিনি বৈষয়িক কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না বটে, কিন্তু ভগবানকে ভাল না বাসিলে, প্রিয়তমের উপর নির্ভর না করিলে (তাঁহার অবস্থায়) তিনি শান্তি বা সুখ পান না—তাঁহার চিত্ত অতিশয় ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হয়। সেই ক্লেশ ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। সাধারণ বৈষয়িক সুখ, সংসারের সুখ তাঁহার নিকট প্রিয় নহে বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে—প্রিয় দেবতাকে ভালবাসাই তাঁহার নিকট প্রিয় (অর্থাৎ সুখকর)। কাযেই তিনি ঐ ভাবেই ভালবাসিতে চাহেন। কেহ দুর্গন্ধ মৎস্য ভক্ষণে, কেহ বা ঘৃত দুগ্ধ পানে সুখানুভব করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি পূতি মৎস্য না পাইলে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দুগ্ধ ঘৃত না খাইলে দুঃখিত হয়। উভয় ব্যক্তিই সুখ চাহিতেছে; কিন্তু সুখের দ্রব্য গুলি, সুখপ্রদ উপাদানগুলি বিভিন্ন, এই মাত্র ভেদ। তদ্রূপ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তও ভগবৎ-প্রেমলাভে সুখী; ঈশ্বর-প্রীতিরূপ বৃত্তির অভাবে তিনি ক্লেশ বোধ করেন। তিনি জানেন, তাঁহার প্রাণের দেবতাকে ভালবাসাই সুখ; সুতরাং তাঁহাকে ভাল না বাসিলে তাঁহার যে যন্ত্রণা হয়, নরক যন্ত্রণা বা অন্য কোন যন্ত্রণা তাঁহার নিকট তত ভীতিপ্রদ বা দুঃখকর বলিয়া

প্রতীত হয় না। এই জন্য তাঁহার নিকট প্রিয় বা সুখপ্রদ যে ভগবৎ-প্রেম তাহা পাইতে, তাহাই উপভোগ করিতে, এবং ভগবৎ-প্রীতির প্রতিকূল বিষয় ত্যাগে (বা তাঁহার অপ্রিয় পদার্থ-গুলি বর্জ্জনে) তিনি সচেষ্ট।

যিনি পরোপকারী বা যিনি কর্ত্তব্য পালনে রত, তিনি পরোপকার না করিলে, কর্ত্তব্য পালন না করিলে ক্ষুণ্ণ, অপ্রসন্ন বা ক্লিষ্ট হন। এই জন্য তিনি পরোপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। পরোপকারে, কর্ত্তব্যপালনে রত না হইতে পারিলে তাঁহার চিত্তে অশান্তি ও অনুতাপ আসে। তজ্জন্য তিনি কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখী হন। যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ তিনি জানেন যে কর্ত্তব্য পালন না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; মনুষ্যত্বহীনতা তাঁহার নিকট একান্ত অপ্রিয়; মনুষ্যত্বের অভাবে তিনি অভাব বা দুঃখ বোধ করেন। সেই দুঃখকে দূরে রাখিবার জন্য, কর্ত্তব্য পালনে যে তৃপ্তি বা সুখ বোধ হয় সেই সুখের জন্য তিনি কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিয়া থাকেন। এইরূপ, যিনি সংযম, বৈরাগ্য ও সমাধির অভ্যাস এবং প্রজ্ঞার বিকাশের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, অনাগত দুঃখকে চিরকালের জন্য রোধ করাই, তাঁহারও ইচ্ছা বলিতে হইবে। গ্রীকরাজ মিলিন্দ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্থবির-শ্রেষ্ঠ ও যোগিবর নাগসেন উত্তর দিয়াছিলেন:—হে মহারাজ, এই (অনুভূয়মান) দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে এবং অন্য দুঃখ উৎপন্ন হইবে না—এই হেতুই আমাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন। পরিনির্ব্বাণই (চির-শান্তি বা চিরদুঃখ-নিবৃত্তিই) আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য

(দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি বিষয়ে
প্রবৃত্তি বা রুচির ভেদ)

অতএব জগতের সকলেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট, সকলেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করিতেছেন ; তবে নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে যিনি যাহা দুঃখ বলিয়া মনে করেন, তিনি তাহাই দূর করিতে সচেষ্ট হন। এইরূপে কেহ সর্ব্বত্যাগে, কেহ কেহ ধনোপার্জ্জনে, কেহ জ্ঞানালোচনায়, কেহ বা সমাধি সাধনায়, কেহ ধ্যানে, কেহ বা ভগবদ্ভজনে, কেহ কেহ পরহিতব্রতে, কেহ বা ইন্দ্রিয়সুখ সেবনে, কেহ প্রমোদ ক্রীড়ায়, কেহ বা পরনিন্দায়, কেহ কেহ শাস্ত্রালোচনায়, কেহ বা উপন্যাস রচনায়, কেহ শিল্পশিক্ষায়, কেহ বা সঙ্গীত বিদ্যায়—যিনি যাহাতে সুখানুভব করিতেছেন বা সুখ পাইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, তাহাতেই তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি অভাব মোচনের বা দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছেন—ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য সুখান্বেষণে রত রহিয়াছেন বা সুখানুভব করিতেছেন। জগতের সকল জীবই দুঃখ ও অভাব দ্বারা প্রপীড়িত বলিয়া,—আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার পূরণে পিপাসু বলিয়া—বিঘ্ন ও বাধায় ব্যথিত বলিয়া, সেই দুঃখরাশি দূর করিবার জন্য—সুখ ও স্বাধীনতা পাইবার জন্য সদাই সচেষ্ট। দুঃখবোধ ও সুখাকাঙ্ক্ষাই চেষ্টা বা কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। দুঃখ যাহাতে দূর হয়—দুঃখ যেন না আসে,—সুখ যাহাতে আসে—ও সুখ যেন নষ্ট না হয়—এই সংস্কারবশেই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ; এই রাগ-দ্বেষরূপ সংস্কারপ্রভাবেই দুঃখপূর্ণ ও কর্ম্মময় জন্ম-শৃঙ্খল বারম্বার পরিগ্রহ করিতেছে।

(৪)

দুঃখনিবৃত্তি বা শান্তি।

কর্ম্ম-প্রবাহ বা জন্মান্তরের নিবৃত্তি।

যে সময়ে জীব সুখদুঃখবোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, যখন সে সুখে সতৃষ্ণ এবং দুঃখে ভীত বা উদ্বিগ্ন না হইবে, সুখ-দুঃখের সংযোগে স্থির, প্রশান্ত ও উদাসীন থাকিবে, সুখদুঃখের তরঙ্গ, সুখ দুঃখের স্মৃতি যখন তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না, যখন সে সম্পূর্ণরূপে বিগতস্পৃহ হইবে, তখন তাহার আর কোন অভাব ও অতৃপ্তি থাকিবে না। ক্রমে তাহার কর্ম্মস্রোত ক্ষুদ্র ও কর্ম্মবহুলতা হ্রাস হইয়া পড়িবে। যিনি প্রিয়াপ্রিয়বোধ, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ, উদ্বেগ-ভয় প্রভৃতি হইতে মুক্ত, যাঁহার মধ্যে সমভাব, শমতা, ধৈর্য্য, বিরাগ ও তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি সদাতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য ; সেই বীতরাগ ও আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত মহাপুরুষ কেবল ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিতে থাকেন। অবিদ্যা (মোহাদি)-অস্মিতা (অহং ভাব)-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ জাত নূতন কোন মানসিক বা শারীরিক কর্ম্মের সংস্কার তিনি সঞ্চয় করেন না। কামনা ও কর্ম্মের ক্ষীণতা বশতঃ তিনি নিরন্তর সমাধিতে (সম্যক্ স্থিরতায়) অবস্থান করিতে থাকেন। শারীরিক, বাচিক ও মানসিক মৌনে (সমাহিত ভাবে) স্থির হইয়া তিনি 'মুনি' পদবীতে অধিষ্ঠিত হন। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি ব্যুত্থিত সময়ে জড়ের মত, মূকের ন্যায়, উদাসীনভাবে প্রারব্ধ কর্ম্মের আচরণ ও

ভোগ করিয়া উহাকে ক্ষয় করিতে থাকেন। আচরিত কর্ম্মে তিনি কোন আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে, শুভাশুভ বা সুখদুঃখজনক ভোগে হর্ষ-শোকবিহীন হইয়া তিনি অবস্থান করেন। যন্ত্রের মত তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন মাত্র। সমগ্র দৃশ্যকে ও সমস্ত ঘটনাগুলিকে তিনি উদাসীন দ্রষ্টার ন্যায় দর্শন করিতে থাকেন। গম্ভীর হ্রদ ও অচল পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও সদা স্থিরভাবাপন্ন। এই শরীরধারণ তাঁহার শেষ শরীর ধারণ। আসক্তি, অভাব, অতৃপ্তি, চেষ্টা, কর্ম্ম ও সংস্কার বা বাসনার অভাবে তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, সুতরাং কর্ম্মস্রোতেও ভাসিতে হয় না। তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য বা নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করিয়া, ব্রাহ্মী স্থিতিতে—শান্তি-স্বরূপতায় বিরাজিত হন। ছিন্নমূল লতার মত তাঁহার অভাব, অতৃপ্তি, কামনা ও কর্ম্ম বিশুষ্ক হইয়া যায়; তাঁহার জনন-মরণরূপ দুঃখকর সংসার-প্রবাহ বা ভব-স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়।

সংস্কার ভেদে বন্ধন (দুঃখ) ও মুক্তি সম্বন্ধে ধারণার ভিন্নতা এবং দুঃখের পরিজ্ঞান ও সম্যক্ বল বা সামর্থ্য লাভের আবশ্যকতা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জীবের সংস্কার ও শিক্ষাভেদে কোন এক বিষয় সকলেরই পক্ষে দুঃখজনক বলিয়া মনে হয় না। জীবের সংস্কার, বিবেক, জ্ঞান ও শিক্ষার তারতম্যবশতঃ দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তির আদর্শ সকলের নিকট একরূপ নহে। যাঁহার

যেরূপ সংস্কার ও জ্ঞান তিনি তদনুসারে দুঃখনিবৃত্তি (মুক্তি) ও তাহার উপায় অনুসন্ধান করেন। যাঁহার জ্ঞান ও সংস্কার যে পরিমাণে আবরণ ও অবিশুদ্ধিশূন্য (রজস্তমঃশূন্য) তিনি দুঃখ-নিবৃত্তি ও তদুপায়কে সেই পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হন। পরিশুদ্ধ সংস্কার ও সম্যগ্ জ্ঞান না হইলে, বিশুদ্ধ ও সম্যগ্‌ভাবে মুক্তি ও মুক্তি মার্গ জানিতে পারা যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতে বা অবিশুদ্ধ সংস্কার দ্বারা যাহাকে প্রকৃত দুঃখ, সম্যক্ সুখ বা কল্যাণ, অথবা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া জানা যায়, সেই 'জানা' (জ্ঞান) কিরূপে যথার্থ (বা সম্যক্ ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য) হইতে পারে? সম্যক্ বা পূর্ণ জ্ঞানদ্বারাই (১) প্রকৃত দুঃখ, (২) দুঃখের হেতু, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি বা শান্তি, (৪) শান্তি পাইবার পথ জানা যাইতে পারে। সম্যগ্ জ্ঞানের (বিবেকখ্যাতি, প্রসংখ্যান, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, বা সম্বোধির) অভাবেই লোকে প্রকৃত দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তির (কৈবল্য, নির্ব্বাণ, বিমুক্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতির) স্বরূপ না জানিয়া নিজ নিজ সংস্কার ও জ্ঞানানুসারে দুঃখ, মুক্তি, ও মুক্তি মার্গের স্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকে এবং তাহা বিশেষদর্শী ঋষি (বিবেকসম্পন্ন যোগীর) দৃষ্টিতে যথার্থ বলিয়া প্রতিভাত না হইলেও তাহারা উহাই যথার্থ—সম্যক্ সত্য বলিয়া, পরস্পরে বাদ বিতণ্ডা ও বিতর্ক করিয়া থাকে। তাই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ;—হে ভিক্ষুকগণ, তোমরা বৃথা বিবাদ ও বিতর্কাদি ত্যাগ করিয়া সম্বোধি-পরায়ণ হও। সম্যক্ সম্বোধি (দিব্য দৃষ্টি, অভিজ্ঞা, যোগশাস্ত্রের প্রসংখ্যান বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা) লাভ করিয়া সম্যক্ দুঃখ কি, সেই

দুঃখের হেতু কি, দুঃখের নিবৃত্তি (সম্যক্ শান্তি) কি ও সম্যক্ শান্তি বা কল্যাণের হেতু কি তাহা অবগত হইয়া সমগ্র দুঃখ-জাল ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত ও কৃতকৃত্য হও। (সমুত্ত নিকায় ৪।১৫)। বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন যে সৎসঙ্গ, সদ্ধর্ম্মশ্রবণ, অহিংসা, মৈত্রী, নির্জ্জনবাস, মোক্ষধর্ম্মের মনন (বিচার), বিরাগ, সন্তোষ, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য্য, স্মৃতি, ধ্যান ও সমাধির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা প্রয়োজন—দুঃখের পরিজ্ঞা অর্থাৎ সম্যক্ দুঃখ কি ও তাহার নিবৃত্তি কি ইত্যাদি জানা, এবং তাহা জানিয়া দুঃখকে নিরোধ করা (সামঞ্ঞ-ফলসুত্ত-দীঘ্‌নিকায় দ্রষ্টব্য)। তিনি বলিয়াছিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ দুঃখের সম্যক্ উপলব্ধি ও নিবৃত্তির জন্য তোমরা শীলবান্, শ্রদ্ধাবান্ (সদাচার পরায়ণ), বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞাপরায়ণ হও।"

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলি পালনে রজস্তমঃরূপ অবিশুদ্ধি ও আবরণ ক্ষয় হইতে থাকিলে জ্ঞান-দীপ্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। "বিবেক খ্যাতিতেই" (বিশেষ দর্শনেই) সেই জ্ঞান-দীপ্তির সম্যক্ পরিণতি হয় (সাধন পাদ—২৮)। সেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত যোগীর সপ্তবিধ "প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার" উদয় হয়। তিনি সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (সূক্ষ্মদৃষ্টি বা দিব্য চক্ষু) লাভ করিয়া, সম্যগ্ বিশুদ্ধিলাভ করিয়া, নিম্নলিখিত সপ্তবিধ চরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দেখেন যে তাঁহার :—(১)* হেয় (পরিত্যাজ্য দুঃখ) পরি-

জ্ঞাত হইয়াছে। (২) হেয়-হেতু ক্ষয় করা হইয়াছে। (৩) হান (দুঃখ-নিবৃত্তি) সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে। (৪) হানোপায় ভাবিত হইয়াছে। তিনি দেখেন যে তাঁহার (৫) বুদ্ধির (চিত্তের) কার্য্য শেষ হইয়াছে। (৬) গুণসমূহ (স্থূলসূক্ষ্ম ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্ব পদার্থ—mind and matter) অস্ত গমন করিতেছে। (৭) পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবস্থা বা কৈবল্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (ব্যাসমুনিকৃত ভাষ্য ২।২৭)। এই সপ্তবিধ প্রজ্ঞাই চরম প্রজ্ঞা। তৎপরে সম্যক্ নিরোধ। তদবস্থায় তাঁহার জ্ঞানে ভাসমান সমগ্র জগৎ এবং সেই জ্ঞান অব্যক্তরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। সুদীর্ঘ-কাল, বিস্তৃত দেশ, দেহ, মন, বুদ্ধি সমস্তই বিলীন হইয়া যায়। তাঁহার চিত্ত তখন বিশ্রামলাভ করে—পরমা শান্তি বা নির্ব্বাণলাভ করে। সেই পুরুষ তখন কৈবল্য বা ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়। অতএব প্রকৃত দুঃখ ও মুক্তি বিশেষরূপে অবগত হইতে হইলে, সম্যক্ জ্ঞান বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ করা চাই।

ঋষিগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সম্যগ্‌যোগমার্গদ্বারা সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এবং শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ, যোগপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, ধীর, বহুশ্রুত, ধৈর্য্যশীল, ব্রতবান্, সুমেধা সৎপুরুষ বা আচার্য্যের ভজনাপূর্ব্বক, মোক্ষশাস্ত্রের অভ্যাস, মনন বা বিচার দ্বারা এবং তীব্র ইচ্ছা ও প্রযত্নদ্বারা সেই শান্তিপথ-যোগমার্গকে—বিশুদ্ধমার্গকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি আদি-বিদ্বান মহর্ষি কপিলপ্রোক্ত এই মহাসত্যের—'দুঃখের' সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বা সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি দুঃখনির্ব্বাণের অভিমুখীন

স্রোতে চলিতেছেন—বুদ্ধগণ তাঁহাকে 'স্রোতাপন্ন' বলেন। গম্ভীরপ্রজ্ঞ শাক্যমুনি বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীর একাধিপত্য বা স্বর্গগমন বা সর্ব্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা এই দুর্লভ 'স্রোতাপত্তি' অবস্থা শ্রেষ্ঠ (ধর্ম্মপদ ১২।১২)। ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—যে চিত্ত পূর্ব্বে সংসার-স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতেছিল, সেই চিত্ত "বিশেষ দর্শনাবস্থায়" বিবেকজ্ঞান-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্যরূপ কেন্দ্রের অভিমুখ হয় (কৈবল্যপাদ-২৬)। যিনি সম্যক্ সম্বোধি বা বিশেষ-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, নির্ব্বাণে (দুঃখ নিবৃত্তি বা কৈবল্যে) পৌঁছিতে তাঁহার আর বিলম্ব নাই। বিশেষদর্শী পুরুষই সমস্ত সংশয় ও মোহ ছিন্ন করিয়া মুক্তির সম্মুখে উপস্থিত হন।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বলিলে কল্যাণ না জানা ও কল্যাণকে গ্রহণ না করা বুঝায়। সংশয় ও ভ্রমাদি যেরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, সেইরূপ গ্রহণীয়, পরিত্যজ্য ও করণীয় বিষয়কে গ্রহণ, পরিত্যাগ ও সম্পাদন না করাও অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। অনেক সময়ে আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি, দুর্ব্বলতা বা মোহবশতঃ আমরা তাহা করিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রে না জানা ও না করা উভয়কেই অবিদ্যা বলিয়াছেন। ভ্রম, সংশয়, দুর্ব্বলতা বা মোহ সমস্তই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। শাস্ত্রে কার্য্যকরী জ্ঞানকেই বিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়াছেন। অতএব অবিদ্যার ক্ষয় বলিলে ভ্রম সংশয়াদির ন্যায় দুর্ব্বলতা বা অশক্তিরও ক্ষয় বুঝায়। বিদ্যা বলিলে সম্যক্ জ্ঞান এবং তৎসহ সাত্ত্বিক বল, বীর্য্য বা সামর্থ্যেরও

প্রতিষ্ঠা বুঝায়। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী, এবং বল বা শক্তি দুর্ব্বলতার বিরোধী। ঐ দুই পদার্থকেই একত্রে জ্ঞান বলা হয়। যেখানে যথার্থ জ্ঞান সেই থানেই শক্তি। জ্ঞান ও বল উভয়ে যেন ন্যুজ-কুব্জের (concave-convex) ন্যায় পার্শ্ব-সহচর। অসার ক্ষুদ্র বহু জ্ঞান ত্যাগ করিয়া যেরূপ সম্যক্, সার ও পূর্ণ জ্ঞান গ্রহণীয়, সেইরূপ হেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি ত্যাগ করিয়া সম্যক্ শক্তি (সংযম, বিরাগ) গ্রহণীয়। যোগাঙ্গসমূহ সেবনদ্বারা চিত্তের আবরণ ও অবিশুদ্ধি ক্ষয় হইলে, সম্যক্ জ্ঞানের (অর্থাৎ জ্ঞান ও বল উভয়েরই একত্রে) বিকাশ হয়। বিবেকখ্যাতি যেমন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, সম্যক্ সংযম বা পর-বৈরাগ্য সেইরূপ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা। যোগ-ভাষ্য প্রণেতা ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন "জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্" জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য। সেইরূপ বৈরাগ্যেরই পরাকাষ্ঠা সম্যগ্-জ্ঞান, ইহা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যময়ী। পর-বৈরাগ্যই প্রকৃত বল বা শক্তি। উহাই সম্যক্ সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা। এই পর-বৈরাগ্যরূপ বল বা সিদ্ধিলাভ করিলে চিত্তের রাগ-দ্বেষ, মোহ-আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, দুর্ব্বলতা, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি সমস্তই দূর হইয়া যায়। এই পর-বৈরাগ্যরূপ দিব্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীব সদাতৃপ্ত ও বিগতস্পৃহ হয়; তখন তাহার অতৃপ্তি, অভাব, চেষ্টা ও কর্ম্ম কিছুই থাকে না। (যোগভাষ্য ২।২৬, ৩।৫০, ১।১৬)। তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার, বাসনা ও জন্মান্তর-প্রবাহ সমস্তই রুদ্ধ হইয়া যায়।

সম্যক্ বা প্রকৃত দুঃখ ও দুঃখের হেতু।

অতএব জগতে যত প্রকার দুঃখ আছে, তন্মধ্যে অজ্ঞানতা (ভ্রম, সংশয়—অশক্তি, দুর্ব্বলতা) সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল। সম্যক্ বা পূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমরা প্রকৃত কল্যাণ কি—নিত্য ও পরম-শান্তি কি—এবং তাহা পাইবার প্রকৃত পন্থা বা উপায়ই বা কি, তাহা জানিতে পারি না। অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা (অবিশুদ্ধি ও আবরণ—রজস্তমঃ) বশতঃ আমরা প্রকৃত কল্যাণ বা জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য এবং তাহা পাইবার মার্গ বা উপায় অবগত না থাকাতেই, অন্ধ হইয়া এই অন্ধকারময় সংসারে ঘুরিতেছি—বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় আপাতমিষ্ট ও পরিণামে দুঃখপ্রদ ক্ষণিক সুখের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কখন বা সেই সুখ আস্বাদ করিয়া আমরা জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, দুঃখকে সাময়িক ভাবে দুর করিয়া অধিকতর দুঃখে পতিত হইতেছি। দুঃখকে দুর করিবার জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করিতেছি, তাহাতে ঐ দুঃখ ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া আবার নূতন বেশে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বৃশ্চিকের মুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলাইবার চেষ্টা করিয়া আমরা ভীষণ কাল সর্পের মুখে পতিত হইতেছি। প্রকৃত সুখ কি আমরা জানিনা, তাই বিষময় আপাত রমণীয় ক্ষণিকসুখ ভোগ করিতে সচেষ্ট হইতেছি। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে চিরকালের জন্য নিঃশেষ

রূপে দুঃখ দূর হয়, তাহা না জানিয়া ভ্রমে অসম্যক্ উপায় অবলম্বন করিয়া বার বার দুঃখচক্রে পতিত হইতেছি। যাহাকে সম্যক্ মুক্তি ও মুক্তির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তদ্দ্বারা মুক্ত না হইয়া দুঃখ প্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছি। অবিদ্যাবশতঃ সারকে অসার ভাবিয়া এবং অসারকে সার ভাবিয়া, অসার গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখে ক্লিষ্ট হইতেছি। আর দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রকৃত কল্যাণকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া বেদনা পাইতেছি। অজ্ঞানতাই আমাদিগকে এরূপ ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছে।

জন্ম-প্রবাহ বা সংসাররূপ মূল দুঃখ।

এই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাবশেই আমরা প্রকৃত সুখ ও শান্তি না পাইয়া—দুঃখ নিবৃত্তির সম্যক্ মার্গ না জানিয়া—প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিয়া—বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতেছি। আবার প্রতিজন্মে মোহমূলক কর্ম্ম করিয়া (প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম করিয়া) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার-বীজ সৃষ্টি করিতেছি ও তজ্জন্য পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মজাত সুখদুঃখ জীবন ধারণের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিতে হইতেছে। সেই সুখ বা দুঃখ ভোগ হেতু স্বার্থপর—আসক্তি পরায়ণ এবং উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া—অজ্ঞানতা ও মূঢ়তাবশতঃ আবার প্রবৃত্তি মূলক—পুণ্যপাপময় কর্ম্ম করিয়া নূতন ধর্ম্মাধর্ম্মের শৃঙ্খল গলায় পরিতেছি। এই মর্ম্মভেদী দুঃখের একমাত্র মূল অজ্ঞানতা; এই অবিরাম

কর্ম্ম ও জন্ম-প্রবাহের কারণ অনাদি অজ্ঞানতা, অর্থাৎ প্রকৃত সুখ কি না জানা—নিঃশেষরূপে চিরতরে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বা পথ না জানা এবং দুর্ব্বলতা ও মোহবশতঃ ঐ পন্থা অবলম্বন না করা। জীবনের শেষ গন্তব্য স্থান বা প্রকৃত সুখ কি জানিতে পারিলে, সেই পরমানন্দময় শান্তিস্বরূপ ধ্রুব কেন্দ্রে পৌঁছিতে পারিলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের, সকল আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম-স্রোতের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখনই শান্তিরূপ নির্ব্বাণ-পদ লব্ধ হইয়া থাকে।

দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি
বা শান্তি

আমাদিগকে এই মোহময়ী অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে বিনষ্ট করিতে হইবে। জ্ঞান-অসির দ্বারা অজ্ঞানতার মস্তক ছিন্ন করিতে হইবে। সম্যক্ জ্ঞানরূপ আলোক (সম্বোধি) দ্বারা অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারকে দূর করিতে হইবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আলোক যে পরিমাণে অধিক হইতে থাকে, অন্ধকারও সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আলোকের বর্ত্তমানে অন্ধকার বিলীন হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞানের, সম্যক্ দর্শনের (সম্যক দৃষ্টির), বিবেক খ্যাতির (সম্বোধের) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সম্যক্ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের (দিব্য চক্ষুর—ধর্ম্মচক্ষুর—সূক্ষ্ম দৃষ্টির) প্রভাবে মোহ দূরীভূত হইলে প্রকৃত কল্যাণ কি, তাহা আমরা জানিতে পারিব—ঐ কল্যাণ লাভের পথ বা মার্গও দেখিতে পাইব, এবং ঐ পথে যাইয়া পরম কল্যাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। সেই শাশ্বত শান্তিময় ধ্রুব কেন্দ্র লাভেই আমাদের

পরিতৃপ্তি। তখনই আমাদের সমস্ত অভাব, অতৃপ্তি, দুঃখ ও কষ্ট, জন্ম ও মৃত্যু, কর্ম্ম ও সংস্কার দূরীভূত হইয়া যাইবে।

এই অজ্ঞানতাকে বিনষ্ট করিবার জন্য, মোহ বা দুর্ব্বলতাকে ছিন্ন করিবার জন্য, বিদ্যা বা সম্যক্ জ্ঞানকে এবং পর-বৈরাগ্য বা সম্যক্ বলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ক্ষণিক সুখের মায়ায় না ভুলিয়া উহা বর্জ্জন করিয়া, দুঃখকে চিরকালের জন্য নিঃশেষ করিবার ইচ্ছাতে ও ব্রাহ্মী-স্থিতিতে থাকিবার জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, যিনি পরম সুখময় স্থির কেন্দ্রে যাইবার জন্য, পরম কল্যাণময় ইষ্টপদার্থ পাইবার জন্য, সদা উৎসুক,—পরম শান্তিময় কৈবল্য ও নিষ্কাম ভাব বা বিশুদ্ধি লাভ করিতে যিনি সদা যত্নপরায়ণ, তাঁহারই সেই চেষ্টা, প্রযত্ন ও কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভ। নৈষ্কর্ম্ম্য ও নিষ্কাম ভাব চিরকালের মত প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম। সেই পুরুষই আর্য্য ও ব্রাহ্মণ; তাহার অবলম্বিত পথই প্রকৃত "শান্তিপথ।" সেই মহিমান্বিত পুরুষই রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ও কর্ম্মজাল ছেদন করিয়া তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হন। তিনি বিবেকদৃষ্টি (সম্যক্ জ্ঞান) দ্বারা মোহকে (অবিদ্যাকে) বিনষ্ট করিয়া, পর-বৈরাগ্য দ্বারা অধীনতা বা দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া, পরম শান্তিময় কৈবল্য লাভপূর্ব্বক সংসার-মুক্ত ও কৃতার্থ হন; এবং দুঃখময় সংসার হইতে চিরকালের জন্য অস্তগমন করিয়া, স্থির গম্ভীর হ্রদের ন্যায়—সুনীল অনন্ত আকাশের ন্যায়—স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন, শাশ্বতী শান্তিতে অবস্থিতি করেন।

ওঁ যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি।

কাশী-যোগাশ্রমঃ।

যোগাশ্রমপদং রম্যং বিশ্বনাথপুরীস্থিতম্।
উদ্যানবেদিকাযুক্তং যোগগুহাদিশোভিতম্॥
দ্বিতলে স্থাপিতা যত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দ-যোগিনা।
যোগেশ্বর্য্যন্নপূর্ণেতি প্রতিমা মহিমান্বিতা॥
সেবিতং সাধুভির্নিত্যং নগরেঽপি তু নির্জ্জনম্।
মুমুক্ষূণামিদং দুঃখ-শোকমোহাদিনাশনম্॥
ভক্তিযোগস্তথা জ্ঞানং মূর্ত্তিমদিহ সংস্থিতম্।
সকৃৎ দর্শনমাত্রেণ প্রসূতে মঙ্গলং পরম্॥
বিষয়ানলদগ্ধানাং নরাণামুপশান্তয়ে।
সৎসঙ্গামৃতদানেন সদাশান্তিনিকেতনম্॥